দেশ রূপান্তর

তারিখঃ ২৮/০৬/২০২১ (পৃঃ ০৩)

বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার-১৪২৪ বিতরণ অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক পুরস্কারজয়ীদের সঙ্গে ফটোসেশনে অংশ নেন

পিআইডি

Sangbad Online

প্রকাশনার ৬০ বছর

সংবাদ

তারিখঃ ২৮/০৬/২০২১ (পৃঃ ১২, ০২)

বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার পেলেন ২৭ ব্যক্তি, ৫ প্রতিষ্ঠান

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

কৃষিক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ২৭ ব্যক্তি ও ৫ প্রতিষ্ঠানকে 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার' প্রদান করা হয়েছে। গতকাল রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে যুক্ত হন। কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আবদুর রাজ্জাক অনুষ্ঠানস্থলে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে মনোনীতদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে কৃষি মন্ত্রণালয় প্রকাশিত বঙ্গবন্ধুর কৃষিবিষয়ক ১০০ অমরবাণীর সংকলন 'বাণী চিরসবুজ' ও স্মারকগ্রন্থ 'চিরঞ্জীব'-এর মোড়ক উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রতিবছর স্বর্ণ, রৌপ্য, ব্রোঞ্জ- এ তিনটি বিভাগে মোট ৩২টি পদক প্রদান করা হয়ে থাকে। এগুলো হলো পাঁচটি স্বর্ণপদক, ৯টি রৌপ্যপদক ও ১৮টি ব্রোঞ্জপদক। কৃষি গবেষণা, সম্প্রসারণ, সমবায় উদ্বুদ্ধকরণ, প্রযুক্তি উদ্ভাবন, নারীদের অবদান, বাণিজ্যিক খামার, বনায়ন, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন এবং মাছ চাষ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য

কৃষি : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৫

কৃষি : পুরস্কার

(১২ পৃষ্ঠার পর)

ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এ পুরস্কার দেয়া হয়। পুরস্কার বিজয়ীদের সনদপত্র, সংশ্লিষ্ট পদক ও নগদ টাকা দেয়া হয়। স্বর্ণপদক প্রাপ্তদের ১ লাখ টাকা, রৌপ্যপদক প্রাপ্তদের ৫০ হাজার টাকা ও ব্রোঞ্জপদক প্রাপ্তদের ২৫ হাজার টাকা নগদ দেয়া হয়।

স্বর্ণ পদক যারা পেলেন–

কৃষি গবেষণায় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) ফার্ম মেশিনারি অ্যান্ড পোস্ট হার্ভেস্ট টেকনোলজি বিভাগ, কৃষি সম্প্রসারণে ঢাকার এম আনিস উদ-দৌলা ও উপজেলা কৃষি অফিসার তালহা জুবাইর মাসরুর, কৃষিতে নারী হিসেবে ঢাকার নবাবগঞ্জের মায়া রানী বাউল এবং বাণিজ্যিক খামারি নারায়ণগঞ্জের এম এম শাহজাহান সিরাজ।

রৌপ্য পদক পেলেন যারা–

উদ্যান বিশেষজ্ঞ খোন্দকার মো. মেসবাহুল ইসলাম, কুষ্টিয়ার মো. বকুল হোসেন, বারির কর্মকর্তা ড. মো. ওমর আলী, দিনাজপুরের মো. মাহমুদুল হাসান, নাটোরের রুবিনা খাতুন, রংপুরের বৈদ্যনাথ বর্মণ, বারির মসলা গবেষণা কেন্দ্রের কর্মকর্তা ড. কে এম খালেকুজ্জামান, খুলনার জীবানন্দ রায় এবং রংপুরের মর্জিনা বেগম।

ব্রোঞ্জ পদক পেলেন যারা–

কুমিল্লার মনজুর হোসেন, সিলেটের মো. জাবের হোসেন, গাজীপুরের মো. রমজান আলী, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মো. আবু নাছের, আলীম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, সিরাজগঞ্জের মাস্টার নার্সারি অ্যান্ড অ্যাফরেস্টেশন, নোয়াখালীর মো. সাহেদুর রহমান, বগুড়ার মো. হামিদুল ইসলাম, পাবনার মো. আনিছুর রহমান, ঝিনাইদহ কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, উপজেলা কৃষি অফিসার মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, উপজেলা কৃষি অফিসার রমেশ চন্দ্র ঘোষ, ফরিদপুরের বক্তার হোসেন খান। এছাড়া ময়মনসিংহের নিতাই চন্দ্র রায়, উপ-সহকারী কৃষি অফিসার মো. সাইদুল ইসলাম, ঝিনাইদহের মনোয়ারা বেগম, ঢাকার আশুলিয়ার রাজিয়া সুলতানা এবং সাতক্ষীরার পাকুড়িয়া সিআইজি (ফসল) কৃষি সমবায় সমিতি এ পুরস্কার পেয়েছেন।

TRUE AND IMPARTIAL
daily sun

Date: 28/06/2021 (Pagee:03)

PID PHOTO

A total of 27 individuals and five organisations who got the prestigious Bangabandhu National Agriculture Award-1424 for their outstanding contribution to different fields in agriculture pose for a photograph with Agriculture Minister Dr M Abdur Razzaque at a ceremony at Osmani Memorial auditorium in the city on Sunday. Prime Minister Sheikh Hasina joined the event virtually from her official residence Ganabhaban.

নীতির প্রশ্নে আপোসহীন দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখঃ ২৮/০৬/২০২১ (পৃঃ ০১, ০২)

কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন আরও বেগবান করতে হবে ॥ ড. রাজ্জাক

বিশেষ প্রতিনিধি ॥ কৃষি মন্ত্রণালয় ও অধীন দফতরগুলোর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রত্যেককে জবাবদিহিতার আওতায় আনা হবে বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক।

রবিবার দুপুরে সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম। এ

(২ পৃষ্ঠা ৪ কঃ দেখুন)

কৃষি ও খাদ্য

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সময় মন্ত্রণালয়ের উর্ধতন কর্মকর্তা এবং দফতর ও সংস্থার প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন।

খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্য নিরাপত্তাকে টেকসই করতে মন্ত্রণালয় ও সংস্থাগুলোর কর্মকর্তা, কর্মচারী ও বিজ্ঞানীসহ সবাইকে আহ্বান জানিয়ে কৃষিমন্ত্রী বলেন, গত ১২ বছরে কৃষি ও খাদ্য উৎপাদনে যে সাফল্য এসেছে তা ধরে রাখতে হবে এবং আরও বেগবান করতে হবে। দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে খাদ্যের চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ অবস্থায়, ভবিষ্যতের চাহিদা মেটাতে আরও নতুন জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে খাদ্য নিরাপত্তাকে টেকসই ও খাদ্য ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।

প্রত্যেককে জবাবদিহিতার আওতায় আনা হবে উল্লেখ করে আব্দুর রাজ্জাক বলেন, প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারী র জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে। প্রত্যেকের কাজের যথাযথ মূল্যায়ন করা হবে। ভাল কাজ করলে তাকে যেমন পুরস্কৃত করা হবে, তেমনি যার কর্মসম্পাদন ভাল হবে না তাকে তিরস্কার বা শাস্তি দেয়া হবে। আমাদের লক্ষ্য হলো কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন। সে লক্ষ্য অর্জনে সবাইকে কাজ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে অধীন ১৭টি দফতর ও সংস্থা এপিএ চুক্তি স্বাক্ষর করে। মন্ত্রণালয়ের পক্ষে সিনিয়র সচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম ও সংস্থার পক্ষে সংশ্লিষ্ট সংস্থাপ্রধান চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।